NTRCA Lecturer and Assistant Teacher Subject Wise Notes

HSC 2nd Paper 3rd Chapter

পশু পালন

- আমাদের দেশে কৃষকদের প্রধান হাতিয়ার-গবাদিপশু।
- আত্মকর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে- ৫০% চাষাবাদে পশুশক্তি ব্যবহার করা হয়- ৫০ ভাগ।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ২০২৩ অনুযায়ী মাংস উৎপাদনের পরিমাণ-৮.৭১ মিলিয়ন মেট্রিক টন।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩ অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার- ৩.২৩%।
- আমাদের দেশে চাষাবাদ ও গ্রামীণ পরিবহনে পশুসম্পদের ব্যবহার হয়- ৫০%
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অনুযায়ী, দৈনিক জনপ্রতি দুধের চাহিদা ২৫০ মিলি।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অনুযায়ী, জনপ্রতি দৈনিক দুধ ও মাংসের চাহিদা যথাক্রমে- ২৫০ মিলি ও ১২০ গ্রাম।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুগ্ধ সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান- মিল্কভিটা।
- মোমবাতি, গ্লিসারিন, ও সাবান শিল্পে ব্যবহার করা হয়- পশুর চর্বি।
- এক বছরের কম বয়সী পুরুষ গরুর বাচ্চাকে বলা হয়- এঁড়ে বাছুর বা বুল কাফ।
- এক বছরের কম বয়সের গরুর স্ত্রী বাচ্চাকে বলে- বকনা বাছুর।
- পূর্ণবয়স্ক খাসির মাংসকে বলা হয়- মাটন।
- প্রজননক্ষম পুরুষ ছাগলকে বলা হয়- পাঁঠা বা বাক।
- হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরু দুধ প্রদান করে- ৩০ লিটারের বেশি।
- জার্সি জাতের গরু প্রজননের উপযুক্ত হয়- ২৪ মাসে।
- হরিয়ানা জাতের গরুর শিং এর আকৃতি- বৃত্তের মতো।
- খোঁজাকৃত প্রজনন শক্তিহীন পুরুষ গরুকে বলা হয়- বুলক।
- হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরুর দুধে চর্বির পরিমাণ-৩.৫-৪%।
- বাচ্চা দেওয়া প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী ছাগলকে বলে- ডো।
- মহিষের পুরুষ ও স্ত্রী উভয় বাচ্চাকে বলা হয়- বাফেলো কাফ।
- মহিষের মাংসকে বলা হয়- বাফেন।
- আবাসস্থল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে মহিষকে জলাভূমি বা কাদাপানির মহিষ ও নদীর বা পানির মহিষ এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
- মুরাহ মহিষের উৎপত্তিস্থল ভারত তথা পাঞ্জাব, দিল্লি, সিন্ধু।
- কাদাপানির বা জলাভূমির মহিষের শিং-চন্দ্রাকৃতির।
- বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল বা মধ্যাঞ্চলের সমতল ভূমির মহিষ- নদীর পানির মহিষ।
- গায়ের রং কালো, শিং ছোট এবং পেছনের দিকে বাঁকানো হয়- নদীর পানির মহিষের।
- পা খাটো ও মোটা এবং শিং কুন্ডলী পাকিয়ে থাকে- মুরাহ্ জাতের মহিষের।
- চাষাবাদ ও গাড়ি টানার কাজে বেশি ব্যবহৃত মহিষ- জাফরাবাদী মহিষ।
- দুগ্ধ উৎপাদনের জন্যে বিখ্যাত মহিষ-নদীর পানির মহিষ।
- পৃথিবীতে ছাগলের জাতের সংখ্যা- প্রায় ৩০০।
- আমাদের দেশে ছাগল পালনকারী পরিবার সংখ্যা- প্রায় ৬০%।
- ছাগলের দুধ প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে- যক্ষমা ও হাঁপানি রোগে।

fb.@krisishikkha.com

- অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী ছাগলকে বলা হয়- যথাক্রমে বাকলিং ও গোটলিং।
- খোজাকৃত প্রজনন শক্তি রহিত পুরুষ ছাগলকে বলা হয়-খাসি।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রজননের উপযুক্ত হয়-৭ থেকে ৮ মাস বয়সে। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী বছরে বাচ্চা দেয়-২বার। ভারতের যমুনা চম্বল নদীর মধ্যবর্তী জেলায় উৎপত্তি- রামছাগলের। যমুনাপাড়ি ও বিটল জাতের ছাগলের কান- লম্বা ও ঝুলানো হয়।
- গায়ের রং সাদা কিন্তু গলা, কান ও ওলানে কালো দাগ থাকে- সানেন জাতের ছাগলের।
- শিং বিহীন ছাগলের জাত- অ্যাংলো নুবিয়ান।
- উৎকৃষ্ট চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাত- এ্যাঙ্গোরা।
- গোয়ালঘরে প্রতিটি গাভির জন্য জায়গা রাখা দরকার- ৫ বর্গমিটার।
- গাভির ঘরের উচ্চতা হবে- ২.৫-৩ মিটার।
- পশুর আবাসস্থল হওয়া উচিত- দক্ষিণমুখী।
- উন্মুক্ত পদ্ধতিতে গাভীর দুধ প্রদান ক্ষমতা বাড়ে প্রায়- ৫-১০%।
- খোলা ঘর পদ্ধতিতে গরুর জন্য আবৃতস্থান রাখতে হয়- ৩.৫ বর্গমিটার।
- গরুর রসালো খাদ্যে পানির পরিমাণ- ৬০-৯০%।
- ১০টির বেশি গরুর জন্য বাসস্থান হওয়া উচিত- দুইসারি বিশিষ্ট।
- একটি দেশি জাতের গরুকে দৈনিক খড় খাওয়াতে হয়- ২ থেকে ৩ কেজি।
- একটি উন্নত জাতের গরুকে দৈনিক কাঁচা ঘাস প্রদান করতে হয়-১২ থেকে ১৫ কেজি।
- গবাদিপশুর দানাদার খাদ্যে প্রোটিন থাকা প্রয়োজন- ১৫ থেকে ১৬ ভাগ।
- এক লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভির পানি প্রয়োজন-চার লিটার।
- সবুজ ঘাসে ফুল আসার সময় কেটে রোদে শুকিয়ে প্রস্তুত করা হয়-হে।
- আমাদের দেশে বেশিরভাগ কৃষক গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে- খড়।
- নেপিয়ার, পারা, জার্মান, গিনি, সিগনাল, পেংগোলা, সরগম, ভুট্টা, বাকশা হলো- গ্রীষ্মকালীন ঘাস।
- কাউপি, মাসকলাই, খেসারি জাতীয় ঘাস পাওয়া যায়- শীতকালে। ১৫-২০% পানি এবং ৮০-৮৫% শুষ্ক পদার্থ থাকে- হে দ্রব্যে।
- বায়ুনিরোধক স্থানে সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে বলে-- সাইলেজ।
- সাইলেজ তৈরির বায়ুনিরোধক কনটেইনার বা ধারককে বলা হয়- সাইলো। ঘাসকে দীর্ঘদিন পচনের হাত থেকে রক্ষা করে- ভোলাটাইল ফ্যাটি এসিড।
- গরুকে দৈনিক ঘাস খাওয়াতে হয়- ৩-৪ কেজি।
- হে তৈরির জন্য সবচেয়ে ভালো- সবুজ ওটস।
- মুখ ও খাদ্যনালিতে ঘা হয়, রক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়-গো-বসন্ত রোগে।
- নাক, মুখ হতে লালা ঝরে, মুখে-জিহ্বায় ও ক্ষুরায় ফোস্কা পড়ে-ক্ষুরারোগে।
- আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ পশুর জলাতঙ্ক রোগের কারণ- কুকুরের কামড়।
- গবাদিপশুর খিচুনি, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়, মলদ্বার দিয়ে কালো রক্তযুক্ত ফেনা বের হয়- তড়কা রোগ হলে।
- তড়কা রোগে মৃত পশুর গোয়ালঘর ধুয়ে দিতে হয়- ১০% NaOH দ্বারা।
- যেসব জীব অন্য জীবের ওপর আশ্রয় করে জীবনধারণ করে তাদেরকে বলে- পরজীবী।

fb.@krisishikkha.com

- বাছুরকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো শুরু করতে হয়- ৩ মাস বয়সে।
- ফেসিনেক্স, বেনাজল, অ্যালজল, হেলমেক্স ইত্যাদি হলো- কৃমিনাশক ওষুধ।
- ক্ষুরা রোগের চিকিৎসায় নারিকেল ও তারপিন তেল ব্যবহার করা হয়- ৪:১ অনুপাতে।
- ফিতাকৃমির আক্রমণে বিষক্রিয়া দেখা দেয় পশুর- অন্ননালীতে। গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস- পিকরনা।
- একটি দুগ্ধবতী মহিষের জন্য দৈনিক ঘাসের চাহিদা- ২০ কেজি।
- বাড়ন্ত মহিষকে পুষ্টি সরবরাহ করতে হয়- ৩-৫%।
- সাধারণত ১০০ কেজির ১টি মহিষের জন্য শুষ্ক পদার্থ প্রয়োজন- ২ থেকে ২.৫ কেজি।
- পূর্ণবয়স্ক মহিষের খাদ্যে সবুজ ঘাসের পরিমাণ- ১৫-৩০%।
- মহিষের প্রদানকৃত খাদ্যের মোট শুষ্ক পদার্থের ৩/২ ভাগ হবে-আঁশযুক্ত খাদ্য।
- নেপিয়ার, বাজরা, অ্যারোসা, পারা ইত্যাদিতে থাকে প্রচুর পরিমাণ- আঁশ।
- মহিষকে ভুসি এবং চিটাগুড় ল্যাক্সেটিভ খাওয়ানোর সময়- প্রসবের ৩ দিন আগে থেকে।
- পুরুষ মহিষের খাদ্যে শুকনো খড়ের পরিমাণ- ৫ কেজি।
- মহিষকে প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দৈনিক ভিটামিন ও মিনারেল প্রদান করতে হয়- ১০ থেকে ২০ মিলিগ্রাম।
- মহিষের বাড়ন্ত বকনা বা এঁড়ে বাছুরকে দানাদার খাদ্য দিতে হয়- ০.৫ থেকে ১ কেজি।
- ওলানে যক্ষ্মা রোগ হলে দুধের রং পরিবর্তন হয়- হলদে সবুজ
- গলাফোলা রোগে অধিক মৃত্যু ঘটে সাধারণত- ৬-১৮ মাস বয়সের বাছুরের।
- কেঁচো কৃমিতে আক্রান্ত হলে পশুর শরীরে লক্ষ করা যায়- আমিষের অভাব।
- শিরায় প্রতিদিন এন্টিসিরাম ইনজেকশন দিতে হয়- তড়কা রোগে।
- মানুষ ও অন্যান্য পশুপাখির যক্ষ্মা রোগের কারণ- মাইকোব্যাকটেরিয়া।
- গবাদি পশুর চূড়ার ক্ষতরোগ হয়- ফিল্যারিয়া গোলকৃমি দ্বারা।
- নবজাতক বাছুর লার্ভাযুক্ত শালদুধ খাওয়ার মাধ্যমে আক্রান্ত হয়-গোলকৃমি দ্বারা।
- কেঁচোকৃমির আক্রমণে গবাদিপশুতে লক্ষণ দেখা যায়-কোষ্ঠকাঠিন্যের।
- গবাদিপশুর দেহের বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে ফোলা অবস্থা বা এডিমা সৃষ্টির কারণ- আমিষের অভাব।
- একটি সুস্থ ছাগলের প্রতি মিনিটে নাড়ির স্পন্দন- ৭০-৯০ বার।
- ছাগলের পুরো নিউমোনিয়া রোগের ইনজেকশন- টেট্রাসাইক্লিন একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা হওয়া প্রয়োজন-৩৯.৫ ডিগ্রি. সে.।
- ছাগলের গোট পক্স বা বসন্ত রোগের স্থায়িত্বকাল- ২-৭ দিন।
- পিপিআর রোগের অন্য নাম হলো- ছাগলের প্লেগ।
- ছাগলকে রিন্ডারপেস্ট নামক ভ্যাকসিন দিতে হয়- PPR রোগ হলে।
- ছাগলকে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হয়- বর্ষাকালে।
- ছাগলের ক্ষুরা রোগের জন্য FMD ভ্যাকসিন প্রদান করতে হয় বছরে-২ বার।
- ছাগলের পেটফোলা রোগে স্বস্তির জন্য খাওয়ানো হয় - তিসির তেল।

fb@krisishikkha.com

- পি পি আর রোগ আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুর হার- ৯০ ভাগ।
- গাভির অকাল গর্ভপাত হয়- ওলান প্রদাহ রোগে।
- গাভিকে শুকনো খাদ্য কমিয়ে কাঁচা ঘাস ও নরম খাদ্য দিতে হয়-প্রসবের ২ সপ্তাহ আগে।
- একটি গর্ভবতী গাভিকে দৈনিক কাঁচা ঘাস দিতে হয়- ১২-১৫ কেজি।
- গাভির দুধজ্বর হয়ে থাকে- ক্যালসিয়ামের অভাবে।
- গাভি শান্ত হয় পাল দেওয়ার- ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে।
- গাভিকে অন্যান্য গরু হতে আলাদা রাখতে হবে প্রসবের- ১ মাস আগে।
- গাভির শরীরে শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়ার বিষক্রিয়া হয়-- এসিটোন বা কিটোন দ্বারা।
- দুগ্ধবতী গাভিকে প্রথম ৫ লিটার দুধ উৎপাদন করার জন্য প্রদানকৃত দানাদার খাদ্যের পরিমাণ- ৩ কেজি।
- একটি দুধ উৎপাদনকারী গাভিকে সর্বোচ্চ দানাদার খাদ্য প্রদান করা যাবে- ৮ কেজি।
- গাভির ওলান প্রদাহ রোগে শরীরের তাপমাত্রা হয়ে থাকে- (১০৫-১০৭)০ সে.।
- গাভির দুধ ছানার মতো এবং সাথে রক্তও বের হতে পারে- ওলান প্রদাহ রোগে।
- অধিক দুগ্ধ উৎপাদনশীল গাভির ক্ষেত্রে দেখা যায়- ওলান প্রদাহ।
- দুধের সাথে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম বের হয়ে যায়- দুধজ্বরে।
- গাভিকে দৈনিক ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট খাওয়াতে হবে-৩০ গ্রাম।
- দুধড়ার হলে গাভিকে প্রয়োগ করতে হয়- অপটিকরটেনল বা ভেটিবেঞ্জামিন।
- যক্ষ্মা রোগের জীবাণু গাভির দেহে প্রবেশ করে- দুধ ও মাংসের মাধ্যমে।
- পশু দিন দিন শুকিয়ে যায়, কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়- যক্ষ্মা রোগে
- বাচ্চা দাঁড়াবার চেষ্টা করে বা দুধ খেতে সক্ষম হয় জন্মের-১৫-২০ মিনিট পর।
- জন্মানোর সময় বাছুরের ওজন হয়- ২০-২২ কেজি (প্রায়)।
- বাছুরের প্রোটোজোয়াজনিত রোগ- ব্যাবোসিয়া।
- বাছুরকে জন্মের ২ ঘণ্টার মধ্যে প্রদান করা প্রয়োজন- কলোস্ট্রাম বা কাচলা দুধ।
- কলোস্ট্রামে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান থাকে- প্রোটিন ও ভিটামিন এ।
- বাছুরকে জন্মের পর শুধু মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে- ১ মাস বয়স পর্যন্ত।
- বাছুরকে দুধ প্রদানের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে- ১৩ সপ্তাহ বয়স হলে।
- ২৪ সপ্তাহ বয়স হলে বাছুরকে দুধ বন্ধ করে দানাদার খাদ্য দিতে হয়-১-১.৫ কেজি।
- বাছুরকে ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দুধ খাওয়াতে হবে শারীরিক ওজনের- ১০%।
- ৬ মাসের বেশি হলে বাছুরকে কাঁচা ঘাস প্রদান করতে হবে-৭ কেজি।
- বাদলা রোগ প্রতিরোধে সুস্থ পশুতে প্রতিষেধক দিতে হয়- ৬ মাস বয়সের আগে।
- গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া সাধারণত ৬ মাস থেকে দু' বছর বয়সে বেশি আক্রান্ত হয়- বাদলা রোগে।
- পশুর মাংসপেশি ফুলে যায়, ফোলা জায়গায় চামড়া খসখসে হয়, ফোলা স্থান কালচে হয়ে যায়- বাদলা রোগ হলে।
- বাছুর চাল ধোয়া পানির মতো সাদা ও পাতলা মল ত্যাগ করে-কাফস্কাওয়ার হলে।
- পানিশূন্যতা দূর করার জন্য বাছুরকে ইনজেকশন দিতে হবে- ৫% ডেক্সট্রোজের।

fb.@krisishikkha.com

- বাদলা রোগের প্রতিরোধক টিকা পশুকে দিতে হবে- ২ মাস।
- অপরিষ্কার ছুরি দ্বারা নাভি কাটার ফলে বায়ুর আক্রান্ত হয়- ন্যাভল ইল রোগে।
- ন্যাভল ইল রোগে বাছুরের নাভিতে চাপ দিলে বের হয়- রস্ত।
- জন্মের পর বাছুরের নাভি কেটে জীবাণুমুক্ত করতে হবে- আয়োডিন দ্বারা।
- বয়স্ক পশু, ইঁদুর, মাছি দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ফলে বাছুরের হয়- সালমোনেলোসিস রোগ।
- একটি গাভির শরীরে পানি থাকে- ৫০ শতাংশ। গাভির বাছুর বড় হওয়ার পর থেকে পুনরায় গর্ভবতী হওয়ার সময়কে বলে- ড্রাই পিরিয়ড।
- গাভিকে পর্যাপ্ত পানি খেতে দিলে দুধ বেশি পাওয়া যায়- ৩.৫%।
- গাভির ওলানের সম্মুখ বাঁট থেকে দুধ পাওয়া যায়- ৪০%।
- গাভির দুধ দেওয়ার পরিমাণ বেড়ে সর্বোচ্চ হয়- ৫০ দিনে।
- গাভির দুধে মাখন ও আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়- দুগ্ধদানকালের ৯০ দিন পর।
- গাভিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোহন করতে হবে- দু-তিনবার।
- গাভির দুধে পানির পরিমাণ-৮৭%।
- দুধাল গাভির দুধ উৎপাদন ও গুণগতমান হ্রাস করে- নাইট্রেটযুক্ত ফরেজ।
- গাভিকে পাল দিতে হয় বাচ্চা প্রসবের-৬০-৯০ দিনের মধ্যে।
- প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ খাদ্য- দুধ।
- দুধ দোহনের সময় ওলান ও বাঁট পরিষ্কার করতে হয়- ক্লোরিন দ্রবণ দ্বারা।
- যে সমস্ত গাভির বাঁট মোটা ও মাংসল সে সমস্ত গাভি দোহন পদ্ধতি- নোড।
- ব্রাশের মাধমে পশুর দেহের ময়লা পরিষ্কার করাকে বলে- গ্রুমিং।
- দুগ্ধবতী গাভিকে খাবার খাওয়াতে হবে- দোহনের ১ঘণ্টা পূর্বপর্যন্ত।
- দুগ্ধবতী গাভির ছাউনির মেঝে পরিষ্কার করা হয়- ১% ব্লিচিং পাউডার দিয়ে।
- দুধ দোহনের পূর্বে পশুর শরীর হতে পশম সরাতে হবে- ব্রাশ দিয়ে।
- দুগ্ধ ট্যাঙ্কে বর্জ্য দূষণের অনুঘটক হিসেবে উপস্থিত থাকে- Coliform ।
- আদর্শ দুধে ফ্যাটের পরিমাণ- ৩.৫%।
- দুধের প্রোটিন ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি হয়- ল্যাকটিক এসিড।
- দুধে চর্বির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়- বিউটাইরোমিটার দ্বারা।
- ল্যাকটোমিটার দ্বারা নির্ণয় করা হয় দুধের- আপেক্ষিক গুরুত্ব।
- ১৫° সে. তাপমাত্রায় দুধের স্বাভাবিক ঘনত্ব হলো- ১.০৩২ থেকে ১.০৩৪।
- পানি মেশানো দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব হয়- ১.০৩২ এর নিচে।
- মিথাইল ব্লু পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায় দুধের – ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ।
- দুধে সাধারণত Lactic Acid থাকে- ০.১০ থেকে ০.২০%।
- দুধে Lactic Acid এর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ- ইথাইল অ্যালকোহল।
- ডাইলস-১১০০ এবং হানা টেস্টিং কিট দ্বারা পরীক্ষা করা হয় ফরমালিনের উপস্থিতি।

fb@krisishikkha.com

- দুধ সংরক্ষণের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো- পাস্তুরাইজেশন।
- তাপ প্রদানের ভিত্তিতে পাস্তুরিকরণের পদ্ধতি- ৩ টি।
- দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে সর্বপ্রথম পাস্তুরিকরণ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন-ড. সথসলেট।
- তাপ দ্বারা দুধ একবার ফুটিয়ে রাখলে ভালো থাকে- ৪-৫ ঘণ্টা।
- রেফ্রিজারেটরে ৪° সে তাপমাত্রায় দুধ সংরক্ষণ করা যায়- ১০-১২ ঘণ্টা পর্যন্ত।
- ১৩৭.৮০° সে. তাপে অতি উচ্চ তাপে পাস্তুরিকরণে সময়ের প্রয়োজন- ২ সেকেন্ড।
- পাস্তুরাইজেশন প্রক্রিয়ায় দুধকে ১৬১° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়- ১৫ সেকেন্ড
- লুই পাস্তুর দুধ পচনের জীবাণুর ধারণা লাভ করেন- ১৮৬০ সালে ড. সথসলেট বিজ্ঞানী ছিলেন- জার্মানির।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত দুধের মান সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হওয়ার পরিমাণ-৩০%।

ভাইভার জন্য পড়ুন

প্রশ্ন-১. গৃহপালিত পশু কাকে বলে?

উত্তর: যে সব অর্থনৈতিক ও চিত্তবিনোদনগত গুরুত্বসম্পন্ন পশুদেরকে গৃহে লালন-পালন করা হয় তাদেরকে গৃহপালিত পশু বলে।

প্রশ্ন-২, মিল্ক রিপ্লেসার কাকে বলে?
উত্তর: বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের তরল পশুখাদ্য যাতে ২০৭আমিষ ও ১০% এর অধিক চর্বি থাকে এবং যা নবজাত বাছুরকে দুধের বিকল্প হিসেবে খাওয়ানো হয়, তাকে মিল্ক রিপ্লেসার বলে।

প্রশ্ন-৩, আউট ক্রসিং কাকে বলে?
উত্তর: পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নেই এমন একই বিশুদ্ধ জাতের পশু মধ্যে প্রজনন করানোকে অডিট ক্রসিং বলে।

প্রশ্ন-৪. বেবি কাফ কী? না
উত্তর: (৬-৭) সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাছুরকে বেবি কাফ বলে।

প্রশ্ন-৫. হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরুর উৎপত্তি কোন দেশে?
উত্তর: হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরুর উৎপত্তি হল্যান্ডে।

প্রশ্ন-৬. বাকলিং কী?
উত্তর: অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছাগলকে বাকলিং বলা হয়।

প্রশ্ন-৭. ষাঁড় কী?
উত্তর: ষাঁড় হলো প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ বা মর্দা গরু।

প্রশ্ন-৮. গোটলিং কী?
উত্তর: অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ছাগলকে গোটলিং বলা হয়।

প্রশ্ন-৯. মাটন কী?
উত্তর: পূর্ণবয়স্ক খাসির মাংসকে বলা হয় মাটন।

প্রশ্ন-১০. বকনা কী?
উত্তর: এক বছর বয়স থেকে প্রথম বাচ্চা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের স্ত্রী গরুই হলো বকনা।

প্রশ্ন-১১. ব্ল্যাক বেঙ্গাল কী?
উত্তর: ব্ল্যাক বেঙ্গল হলো দেশি জাতের মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের জাত।

প্রশ্ন-১২. খাসি কাকে বলে?
উত্তর: খোঁজা করা (Castrated) প্রজনন শক্তিহীন পুরুষ ছাগলকে খাসি বলে।

প্রশ্ন-১৩, সংকর জাতের গরু কী?
উত্তর: যে সকল গরু দেশি ও বিদেশি গরুর ব্রুস বা সংকরায়নের মাধ্যয়ে উৎপাদিত হয় তাই সংকর জাতের গরু।

প্রশ্ন-১৪. গাভি কী?
উত্তর: বাচ্চা প্রসব করেছে (এক বা একাধিক বার) এমন স্ত্রী গরু হলো গাভি।

প্রশ্ন-১৫. শালদুধ কী?
উত্তর: শালদুধ হলো বাচ্চা প্রসবের পূর্বে ১৫ দিন এবং পরে ৫দিন ধরে গাভির ওলান গ্রন্থিতে জমা হওয়া দুধ।

প্রশ্ন-১৬, সুষম খাদ্য কী?

fb@krisishikkha.com

উত্তর: সুষম খাদ্য বলতে যে খাদ্যে সকল খাদ্য উপাদান সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বা অনুপাতে থাকে সে খাদ্যকে বোঝায়।

প্রশ্ন-১৭. সংক্রামক রোগ কী?
উত্তর: যেসব রোগ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট এবং আক্রান্ত প্রাণী থেকে সুস্থ প্রাণীতে ছড়িয়ে পড়ে সেসব রোগকে সংক্রামক রোগ বলে।

প্রশ্ন-১৮. গরুর ভাইরাসজনিত একটি রোগের নাম লেখো।
উত্তর: গরুর ভাইরাসজনিত একটি রোগের নাম হলো জলাতঙ্ক।

প্রশ্ন-১৯. 'হে' কী?
উত্তর: সবুজ ঘাসে ফুল আসার সময় তা কেটে, রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এ এনে পশু খাদ্য প্রস্তুত করাকে 'হে' বলে।

প্রশ্ন-২০. ছাগলের পিপিআর রোগের কারণ কী?
উত্তর: ছাগলের পিপিআর রোগের কারণ হলো Morvili Virus।

প্রশ্ন-২১. সাইলেজ কী?
উত্তর: রসাল অবস্থায় ফুল আসার সময় সবুজ ও সতেজ ঘাসকে (ভুট্টা, নেপিয়ার, গিনি ইত্যাদি) কেটে টুকরো করে সেগুলো বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করাই হলো সাইলেজ (Silage)।

প্রশ্ন-২২. দানাদার খাদ্য কী?
উত্তর: যে খাদ্যে কম পরিমাণে আঁশ এবং বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় তাই দানাদার খাদ্য।

প্রশ্ন-২৩. কাফ স্টার্টার কী?
উত্তর: কাফ স্টার্টার হলো বাছুরের উপযোগী বিশেষ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ যাতে ২০% এর অধিক পরিমাণ আমিষ এবং ১০% এর কম আঁশযুক্ত খাদ্য থাকে।

প্রশ্ন-২৪. দুধজ্বর কাকে বলে?
উত্তর: গাভিকে প্রসবের অনেক আগে থেকে ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা না হলে প্রসবের পর ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে স্নায়ুবিক অক্ষমতা ও পক্ষাঘাত দেখা দেয়, যাকে দুধজ্বর বলে।

প্রশ্ন-২৫. রোগ কী?
উত্তর: রোগ হলো গবাদিপশুর আচরণের অস্বাভাবিকতা যা সাধারণত বিভিন্ন জীবাণু যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং পরজীবী দ্বারা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-২৬. দুগ্ধ খামার কী?
উত্তর: দুগ্ধ বা দুধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয় যে খামার তাই দুগ্ধ খামার।

প্রশ্ন-২৭. দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনা কী?
উত্তর: দুগ্ধ খামারে দুগ্ধবতী গাভির স্বাভাবিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যে সকল বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়, সেগুলোকে সুচারুভাবে সম্পাদন করাই হলো দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনা।

প্রশ্ন-২৮. ল্যাক্টোমিটার কী?
উত্তর: ল্যাক্টোমিটার হলো দুধের ভেজাল নির্ণয়ের যন্ত্র।

প্রশ্ন-২৯. পাস্তুরিকরণ কী?
উত্তর: নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাপ দিয়ে (৬২.৮° সে. তাপে ৩০ মিনিট, ৭২.২° সে. তাপে ১৫ সেকেন্ড এবং ১৩৭.৮° সে. তাপে ২ সেকেন্ড) দুধে অবস্থিত ক্ষতিকর জীবাণুসমূহ ধ্বংস করার পরিয়াই হলো পাস্তবিকরণ।

প্রশ্ন-৩০. দুধ সংরক্ষণ কী?
উত্তর: নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত দুধকে খাদ্য হিসেবে উপযোগী রাখতে পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াই হলো দুধ সংরক্ষণ।

প্রশ্ন-৩১. দুধ নির্বীজকরণ কী?
উত্তর: যে পদ্ধতিতে তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে দুধের ক্ষতিকর জীবাণুসমূহ মেরে ফেলা হয় তাই দুধ নির্বীজকরণ।

প্রশ্ন-৩২. ল্যাক্টোমিটার কী?
উত্তর: ল্যাক্টোমিটার হলো দুধের ভেজাল নির্ণয়ের যন্ত্র।

প্রশ্ন-৩৩. ডেইরি ফার্ম কাকে বলে?
উত্তর: যে ফার্ম দুগ্ধ বা দুধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়, তাকে ডেইরি ফার্ম বলে।

প্রশ্ন-৩৪. বিশুদ্ধ দুধ কী?
উত্তর: বিশুদ্ধ দুধ হলো ক্ষতিকর জীবাণু ও রাসায়নিক পদার্থমুক্ত, পরিষ্কার, ভেজালমুক্ত ও সুগন্ধযুক্ত দুধ।

fb:@krisishikkha.com

প্রশ্ন-৩৫. দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো।
উত্তর: দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি হলো- দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব = ১ + LR÷১০০০ (এখানে LR হলো ল্যাক্টোমিটার রিডিং)।
প্রশ্ন-৪৯, হারডিং পদ্ধতি কী?
উত্তর: দলবণ্যভাবে উন্মুক্ত স্বস্থানে স্থানান্তর পদ্ধতিতে হাঁস পালন করাকে হারডিং পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-৫০. হাঁসের ডাক প্লেগ রোগের কারণ কী?
উত্তর: হাঁসের ডাক প্লেগ রোগের কারণ হলো ডাক প্লেগ ভাইরাসের আক্রমণ।

প্রশ্ন-৫১. স্কোয়াব কী?
উত্তর: কবুতরের বাচ্চাকে (৪ সপ্তাহের কম বয়স) স্কোয়াব (squab) বলে।

প্রশ্ন-৫২. বাহক পাখি কাকে বলে?
উত্তর: প্রাচীনকালে কবুতরের মাধ্যমে পত্র আদান-প্রদান করা হতো বলে একে বাহক পাখি বলে।

fb:@krisishikkha.com